দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 9 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 5

029

মতামত

বুয়েটে সেশন জট—একজন মা'য়ের ফরিয়াদ

আমি একজন মা। আমার একমাত্র সন্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৬-৮৭ সালের সেশন জটের শিকার।

মা হিসাবে আমি চাই না—এই সেশন জট চলতে থাকুক—যা শুধু আমাদের সন্তানদের ক্ষতি করছে না, দেশের অর্থনীতিও বিরাট হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এটি কারও কাম্য হতে পারে না।

কিন্তু আমার প্রশ্ন—এই সেশন জট দূরীকরণের অভিজ্ঞ শিক্ষক ও মন্ত্রী পরিষদ যে মূল্যবান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন— তা কতদূর ফলপ্রসূ আমাদের সন্তানদের জন্য?

সেশন জট সৃষ্টির প্রধান কারণসমূহ কী তাঁরা দূর করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন? আগের সদিচ্ছা ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে তারা কী পারবেন—নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করতে?

কোর্স শেষ করে পরীক্ষা পিছানোর প্রবণতা রোধ করতে? অনির্ধারিত ছুটি কমিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করে ছাত্রদের হতাশা ও যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে? প্রায় ১ বছর ৯ মাসের মত বসে থাকার পর যে

৪-এর পাতায় দেখুন

মতামত

৫-এর পাতার পর

বয়স ও যে উদ্যম ওদের নষ্ট হয়েছে—পরবর্তী ব্যাচকে তাদের সাথে একত্রীভূত করার ফলে যে মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হবে—এর প্রতিকার আপনারা কী করে করবেন?

প্রতি মুহূর্তে যেখানে আমার সন্তানের হতাশা ও যন্ত্রণার আমি নীরব সাক্ষী—সেখানে আমি বা কী করে আশা করতে পারি—আমার সন্তান সুবোধ বালকের মত সম্পূর্ণ পরিস্থিতি মেনে নিয়ে শুধু পড়াশুনা করবে—সংগ্রামে যাবে না—অবাধ্য হবে না?

আমার কথা—সেশন জট আপনারা খুলুন, তবে সেটা ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত নিয়ে।

দুটো ব্যাচের জন্য সুবিধাজনক ও সম্মানজনক এমন একটি পদক্ষেপ আপনারা গ্রহণ করুন—যা আমাদের সন্তানদের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করবে—যা সেশন জটের মত একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপারকে চিরদিনের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন থেকে দূরীভূত করতে সক্ষম হবে।

আপনাদের কাছে আমার করুণ মিনতি—একটা ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমাদের সন্তানদের আর সংগ্রামের মধ্যে ঠেলে দেবেন না। যদি তাই হয়—তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত অর্থ ১৩০ কোটি কেন—২৬০ কোটিতেও সমাধান হবে না।

—মিসেস সালমা আলী,
আজিমপুর কলোনী, ঢাকা।